7

তারিখ 15 JUL 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

বহু কর্মকর্তা ও শিক্ষকের পদ শূন্য

বিভিন্ন এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

বিভিন্ন এলাকায় বহু প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নানা সমস্যা বিরাজ করায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

রামগড় : পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ির মোট ৮টি থানায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ ৬টি থানার শিক্ষা কর্মকর্তা, ৭টি সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকতার পদ শূন্য রহিয়াছে। ইহাছাড়া ৩জন উচ্চমান সহকারী ও জেলার মোট ৬২ জন শিক্ষক নিয়োগ হয় নাই। শিক্ষা বিভাগের থানা পর্যায়ে কর্মকর্তা ছাড়াও বহু কর্মচারীর পদ শূন্য রহিয়াছে। জেলা কর্মকর্তাসহ থানা পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষক সংকটের কারণে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হইতেছে।

সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা যায়, বর্তমান সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জেলার প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বে আছেন। পার্বত্য অঞ্চলের দীঘিনালা থানায় একজন থানা শিক্ষা অফিসার ও তিনজন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের পদে কোন কর্মকর্তা নাই। এই জেলার রামগড় সদর ও মানিকছড়ি থানা ছাড়া ৬টি থানায় প্রাথমিক

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

বিভিন্ন এলাকায়

(৩য় পৃঃ পর)

শিক্ষা অফিসার নাই।

বর্তমানে এই জেলায় ৬২ জন প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ১২টি প্রধান শিক্ষক ও ৫০টি সহকারী শিক্ষক পদ শূন্য বলিয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর জানায়। খাগড়াছড়ি জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনুপাতে এই জেলায় সর্বমোট এক হাজার ৩শত ১৩ জন শিক্ষক প্রয়োজন। ৬২টি শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণ করিয়া আরও ২শত ২৪ জন নূতন শিক্ষক প্রয়োজন।

মানিকগঞ্জ : শিক্ষা অফিসার, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের পদশূন্য থাকায় এবং প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তক ও আসবাবপত্রের অভাবে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে। ঘিওর ও দৌলতপুর থানা শিক্ষা অফিসারের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য। সাময়িক বরখাস্ত হওয়ায় হরিরামপুর ও সাটুরিয়া থানা শিক্ষা অফিসারের পদ ২টিও শূন্য দীর্ঘদিন যাবৎ। ইহাছাড়া সিঙ্গাইরে ১জন সাটুরিয়ায় ১জন, হরিরামপুরে ২জন, শিবালয়ে ১জন ও দৌলতপুরে ১জনসহ মোট ৬জন সহকারী শিক্ষা অফিসারের পদ শূন্য রহিয়াছে। জেলায় ১২ জন প্রধান শিক্ষক ও ৫৪জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। ইহাছাড়া দৌলতপুর শিক্ষা অফিসে ২জন, হরিরামপুরে ১জন ও শিবালয়ে ১জন অফিস সহকারী এবং হরিরামপুরে ১জন ও শিবালয়ে ১জন উচ্চমান সহকারীর পদ বহুদিন যাবৎ খালি রহিয়াছে। এদিকে পৌরসভা এলাকায় ৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবন নির্মাণ করা হইয়াছে। পোড়রা, শহর মডেল এবং নওখণ্ড ব্যতীত বাকী ৫টি বিদ্যালয়ে কোন নাইটগার্ড নাই। জানা যায় যে, বিদ্যালয়গুলিতে নাইটগার্ড এবং পিয়নের পদ সৃষ্টি করা হয় নাই। পিয়ন না থাকায় বিদ্যালয়ের কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়। বৎসরের ৬মাস পার হইবার পরও জেলার সব বিদ্যালয়ে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর বই দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস হইতে মহাপরিচালকের কার্যালয়ে ৫ম শ্রেণীর ৩০ হাজার এবং ৪র্থ শ্রেণীর ২৫ হাজার বই চাহিয়া পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু ইহার অর্ধেক বই পাঠানোর পর আর না পাঠানের ফলে বই বিতরণ করা সম্ভব হইতেছে না। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বইয়ের অভাবে লেখাপড়া করিতে পারিতেছে না।

পদ্মা-যমুনা নদী সিকস্তি এলাকার বহু বিদ্যালয়ে চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চ নাই। ছাত্র-ছাত্রীরা দাঁড়াইয়া কিংবা বিছানা পাতিয়া ক্লাস করিয়া থাকে। এই এলাকার অনেক বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয়। জানালা দরজা ভাঙ্গা। বৃষ্টি আসিলে পানি পড়ে।

মাদারীপুর : জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে বর্তমানে ৭টি পদ শূন্য রহিয়াছে।

জানা যায়, বর্তমানে মাদারীপুর থানা শিক্ষা অফিসারের পদটি শূন্য রহিয়াছে। শিবচর ও মাদারীপুর দুইটি সহকারী শিক্ষা অফিসারের পদও শূন্য। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মনিটারিং অফিসারের একটি পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য। কালকিনি, মাদারীপুর ও শিবপুর থানা শিক্ষা অফিস সহকারীর ৩টি পদ বর্তমানে শূন্য।